রুহানিয়াত এবং শারিয়াত দুটোই

আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।
আউযু বিল্লাহি মিন আশ-শাইতানির রাজিম। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।
আস-সালাতু ওয়া আস-সালামু 'আলা রাসুলিনা মুহাম্মাদিন সায়্যিদীল আউয়ালিনা ওয়াল আখিরীন।
মাদাদ ইয়া রাসুল আল্লাহ্, মাদাদ ইয়া সাদাতি আসহাবী রাসুল আল্লাহ্, মাদাদ ইয়া মাশাইখিনা,
শেইখ আব্দুল্লাহ দাগিস্তানী, শেইখ মুহাম্মাদ নাযিম আল-হাক্কানী, দাস্তুর।
তারিকাতুনা সোহবাহ, ওয়াল খাইরু ফি জামিয়াহ।

আল্লাহ্‌র (আযযা ওয়া জাল্লা) ধর্ম শুরু হয়েছিল আদাম আলাইহি সালামের সাথে এবং তা ক্রমাগত চলেছে আমাদের পবিত্র নাবী (সাঃ) পর্যন্ত। শেষ ধর্ম হচ্ছে ইসলাম ধর্ম। মুসা আলাই সালাম এর শারিয়াত বাহ্যিকভাবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। যখন ঈসা আলাইহি সালাম আসেন তখন তিনি বেশি দেখিয়েছেন রুহানিয়াত বা আধ্যাত্মিকতা কারণ ইতিমধ্যেই বানী ইসরাইল রুহানিয়াতকে পুরোপুরি অবজ্ঞা করে ধর্মকে একটি শুষ্ক জিনিসে পরিণত করেছিল এবং এভাবে ধর্মকে বদলে ফেলেছিল।

ইয়াহুদীরা ধর্মকে তাদের নিজেদের খেয়াল-খুশী অনুযায়ী এমনভাবে বদলে ফেলেছিল যে শেষ পর্যন্ত শুধুমাত্র একটি খুব শুকনো জিনিস বাকী ছিল। তাই আল্লাহ্ (আযযা ওয়া জাল্লা) যীশু খ্রীষ্টকে পাঠান। যীশু খ্রীষ্ট এসব আইন-কানুনের প্রতি বেশি দৃষ্টিপাত না করে ধর্মের আধ্যাত্মিক বা রুহানী দিকটি দেখিয়েছেন। আল্লাহ্‌কে শুকরিয়া যে এই দুটো জিনিসই ইসলামে বিদ্যমান। ইসলামে আধ্যাত্মিকতা এবং আইন উভয়ই আছে।

শারিয়াহ (ধর্মীয় আইন) ব্যতীত কোন আধ্যাত্মিকতা থাকতে পারে না। তাই কেউ হঠাৎ বের হয়ে বলতে পারবে না যে, "আমি শুধু আধ্যাত্মিকতায় গুরুত্ব দেই। শারিয়াতের কথা ভূলে যাও।" যদি তুমি তা বল তাহলে পথ থেকে সরে যাবে এবং মানুষদেরও পথভ্রষ্ট করবে। এরকম কথা আসে অলসতার কারণে। অলসতা আসে শয়তান এবং নাফস থেকে। অলসতা একটি খারাপ রোগ। শিক্ষার্জন প্রয়োজনীয় এবং তুমি যা জানো না তা জিজ্ঞেস করতে পারবে। প্রশ্ন করায় লজ্জার কিছু নেই। কথায় বলে, "প্রশ্ন করা জ্ঞানার্জনের অর্ধাংশ।"

তোমরা জীবিকার জন্য কাজও করবে এবং ইবাদাতও করবে। যখন তা করবে তখন কাজকেও ইবাদাত হিসেবে গণ্য করা হবে। তোমরা বলতে পারবে না যে," আমরা শুধু ইবাদাত করি।" যখন তুমি জীবিকার জন্য কাজ কর তখন সেটাকেও একটি বিশাল ইবাদাত হিসেবে গণ্য করা হয়। যদি তুমি আল্লাহ্‌কে বিশ্বাস কর এবং জীবিকার জন্য কাজ কর তবে সেটাও ইবাদাত।

ইসলাম সবকিছুকেই একত্রে দাবি করে। হাযরাত মুসার শারিয়াত চেয়েছে খিদমাত এবং কাজ। ঈসা আলাইহি সালাম এর মধ্য দিয়ে রুহানিয়াত মূখ্য হয়ে ওঠে। কিন্তু যেহেতু ইসলাম ধর্ম হচ্ছে শেষ ধর্ম

সেহেতু এটা নিজের ভিতরে সব ধর্মকে ধারণ করে। আলাদাভাবে কোন ধর্মের সাথেই ইসলামের মিল নেই কিন্তু এর ভেতরে সবগুলো ধর্মই আছে। কি করতে হবে তা আল্লাহ্ (জাল্লা জালালুহু) দেখিয়েছেন আমাদের হাযরাত নাবী (সাঃ) এর মধ্য দিয়ে। আমাদের পবিত্র নাবী (সাঃ) যা দেখিয়েছেন তা করা ওয়াজিব এবং আল্লাহ্ যা বলেছেন তা করা ফারয।

এরপরে আছে সুন্নাত এবং মুস্তাহাব। তার যত বেশি পরিমাণ মানুষ করতে পারে তত তাদের উপকার হবে। আল্লাহ্র (জাঃজাঃ) আমাদেরকে প্রয়োজন নেই। সমাজ উন্নত হবে যদি আমরা সুন্নাত এবং মুস্তাহাবসমূহ করি। আর যখন সমাজ উত্তম হবে তখন সেই ভালো তোমাকেও স্পর্শ করবে।

খারাপ লোকদের মাঝে ভয়ে বসবাস করার চাইতে সবাই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবে যদি একটি ভালো এবং পরিচ্ছন্ন সমাজ থাকে। আল্লাহ্ সবাইকে ইসলাম ধর্মের আদেশ পালন করার তাওফিক দান করুন, ইনশাআল্লাহ্।

ওয়া মিনাল্লাহ আত-তাওফিক

আল-ফাতিহা।

হাযরাত শেইখ মুহাম্মাদ মেহমেত আদিল
১১ ফেব্রুয়ারি ২০১৬/ ২ জুমাদ আল-আউয়াল ১৪৩৭
ফাজর নামায, আকবাবা দারগাহ।